119

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

পরীক্ষা পিছানো ও গাড়ি ভাঙচুর

গত বুধবার রাজধানীর ঢাকা কলেজের সামনে একদল ছাত্র এইচএসসি পরীক্ষা পিছানোর দাবিতে মিছিল বের করে। শুধু তাই নয়, তারা রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি এবং কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেছে। খবরে প্রকাশ, ধানমন্ডি থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শহরের অন্যতম ব্যস্ত সড়কে এর জন্য আধ ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে।

পরীক্ষা পিছানোর সপক্ষে যুক্তিটাও বিচিত্র। আগামী ২৮শে মে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১২ই জুন থেকে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা শুরু হবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা এইচএসসি পরীক্ষার কয়েকটি নাকি সেই ফুটবল খেলার মধ্যে পড়ে যাবে।

মিছিলকারীরা দাবি করছে যে, পরীক্ষার সময় খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। এই দাবির যৌক্তিকতা অনুসরণ করা খুবই কষ্টকর। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা হবে ফ্রান্সে এবং সে খেলায় বাংলাদেশের কোন ভূমিকা নেই। বাংলাদেশ টেলিভিশনে কয়েকটি খেলা দেখানো হবে মাত্র। তা কি করে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে বোঝা কঠিন।

সবচেয়ে নিন্দনীয় ব্যাপার হলো গাড়ি ভাঙচুর। পরীক্ষা পিছানোর দাবিটা করা হচ্ছে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে। যৌক্তিক হোক, অযৌক্তিক হোক এ ধরনের দাবি পেশ করার সুনির্দিষ্ট চ্যানেল আছে। সেই চ্যানেলে না গিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করে নিরীহ ব্যক্তিদের ক্ষতিসাধন করলে দাবি আদায়ের কি অগ্রগতি হয়? গাড়ি ভাঙচুরের 'সংস্কৃতি' আমাদের ছাত্রসমাজকে পেয়ে বসেছে। কিছুদিন আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজের অবতারণা করা হয়েছিল। গাড়ি ভাঙচুরের সকল ঘটনাতেই উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে। শুধু রাজধানীতে নয়, দেশের অন্যান্য এলাকা থেকেও গাড়ি ভাঙচুরের খবর অহরহই পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃংখলার স্বার্থে কোন এক পর্যায়ে গাড়ির উপর হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কার্যকর করতে হবে। ছাত্র বলেই 'সাত খুন মাফ' মনে করলে চলবে না।

গতবার বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার সময় পরীক্ষা পিছানো নিয়ে এদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা অনেক অনাসৃষ্টির অবতারণা করেছিল। এসব খবর দেশের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রছাত্রীদের মনমানসিকতা বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ছাত্রসমাজের এক অংশ তা থেকে কোন শিক্ষাই নেয়নি।

পৃথিবীর কোথাও বোধহয় এতদিন ধরে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় না। আগের দিনে খুব হলে দু'সপ্তাহের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন হতো। আজকাল এসব পরীক্ষা চলে 'অনন্তকাল' ধরে। সংক্ষিপ্ত করার কথা উঠলেই হৈচৈ পড়ে যায়। অভিভাবকরাও নানা কূটতর্কের অবতারণা করেন। কিন্তু ফ্রান্সে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার জন্য বাংলাদেশে পরীক্ষা পিছানোর দাবি উঠবে তা বোধহয় এদেশেই সম্ভব।

এইচএসসি পরীক্ষা পিছানোর দাবি অঙ্কুরেই খতম করা দরকার। সরকারপ্রধান ও শিক্ষামন্ত্রীর তরফ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করা দরকার কোন অবস্থাতেই পরীক্ষা পিছানো হবে না। অভিভাবকদের উচিত এ ব্যাপারে কোনভাবে ছাত্রছাত্রীদের না উস্কানো। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কিভাবে 'সিস্টেম লস' হচ্ছে, উদাহরণের অভাব নেই। যারা গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করেছিল তারা এখন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। কোন পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে এই 'লস' বৃদ্ধি পাবে। অতএব পরীক্ষা পিছানোর দাবি যেন কারো কাছ থেকে উৎসাহ না পায়, তার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।